দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...
APR. 13 2002

রাবিতে ছাত্রদল নির্মূলে শিবির

জামায়াত-শিবিরের অতীত কার্যকলাপ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে জনকণ্ঠসহ নানা পত্রপত্রিকায় অনেক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এ কথা সবাই জানে যে, জামায়াত-শিবির গোড়া থেকেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে ছাত্রসমাজ যথেষ্ট ওয়াকিফহাল। বর্তমানে বিএনপি পরিচালিত জোট সরকারে জামায়াতে ইসলামীর দু'জন পূর্ণ মন্ত্রী রয়েছেন। ফলে শিবিরের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। শিবিরকর্মীরা যে অতীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর বহুবার নগ্ন হামলা চালিয়েছে তা কে না জানে! এমনকি কয়েক বছর আগে ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, সে কথা সারা দেশের মানুষ, বিশেষত রাজশাহীর ছাত্রসমাজের এত সহজে বিস্মৃত হবার কথা নয়। সেই সময় তাদের হামলা রাজশাহী শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায়, এমনকি বহুসংখ্যক গ্রামে পর্যন্ত এক ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। সে ঘটনাও বিস্মৃত হওয়ার নয়। কিন্তু এবার তাদের আসল স্বরূপ নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। গত বৃহস্পতিবারের জনকণ্ঠে ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসের একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এবার তারা চড়াও হয়েছে খোদ ছাত্রদলের ওপর। 'রাজশাহী ভার্সিটিতে শিবিরের ছাত্রদল নির্মূল অভিযান ॥ ২০ জনকে পিটিয়ে জখম, ৭ জনের হাত-পা ভেঙ্গেছে' এই শিরোনামে জনকণ্ঠের সচিত্র প্রতিবেদনে বলা হয়, এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদল নির্মূল অভিযান শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বিশ্বরিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি আবাসিক হলে গুপ্ত হামলার মাধ্যমে ছাত্রশিবির এ অভিযান শুরু করে। ক্যাম্পাস ও ছাত্রদলের সূত্রগুলো জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে সশস্ত্র ছাত্রশিবিরকর্মীরা ৭ ছাত্রদল নেতাকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়াসহ অন্তত ২০ নেতাকর্মীকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। আহত কয়েকজন ছাত্রদল নেতাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং অন্যদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ছাত্রশিবিরকর্মীরা ৭টি কক্ষে ঢুকে ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।

এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীদের বেশ কয়েক দফা সমঝোতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে যায়। এদিকে মঙ্গলবার ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ বুধবারের সকল পরীক্ষা স্থগিত করে। শিবিরকর্মীরা এক ছাত্রলীগ নেতাকেও পিটিয়েছে। এমনকি তারা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক হামিদুলকে দোতলা থেকে ফেলে দেয় এবং অন্যদের পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়।

এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতাকর্মীরা অভিযোগে বলেছে, ছাত্রশিবিরকর্মীরা তাদের ছাত্রদল না করার হুমকি এবং মাদার বখশ হলের ২২৬ নম্বর কক্ষের সামনে টাঙানো প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছবিতে মানুষের মল লেপটে দিয়েছে। ঐ কক্ষে থাকেন এক ছাত্রদল নেতা। শিবিরের কর্মীরা সেখানে টাঙানো বিএনপি ও ছাত্রদলের অন্যান্য ছবিও ছিঁড়ে ফেলেছে।

সর্বশেষ খবরে জানা যায়, এই ক্ষুব্ধ পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এবং উভয় ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সখ্য পুনর্স্থাপনে বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীদের কয়েকদফা সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ধরে নেয়া যায়, হয়ত শেষ পর্যন্ত এক জাতীয় সমঝোতা হবে।

আমরা মনে করি, বিএনপির মধ্যে অনেক পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। সময় এসেছে জামায়াত-শিবিরের দর্শনের সঙ্গে বিএনপির যে জোটের রাজনীতি চলছে তার ভবিষ্যত কি রূপ ধারণ করবে সে বিষয়ে তাদের মনোযোগ দেয়ার।